দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 12 AUG 1994
পৃষ্ঠা কলাম

# ক্যাম্পাস কি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ?



ক্যাম্পাস কি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ?

সমস্যা শুরু হয়েছিল গাজীপুরে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। এই নিয়ে তোলপাড়। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের প্রাণের স্পন্দন। আর তাই অবশ্যই স্পর্শকাতর বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় কোন অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব পূর্ন একটি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত বাজেনি এই খবর শুনে আশাহত হলেন অনেকে। ঠিক এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক, আইন অনুষদের ডীন ডঃ এরশাদুল বারীর একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা এসে চাপলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সন্ত্রাসের কালো থাবায় বিদীর্ণ হল ক্যাম্পাস। কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করলেন রাজনৈতিক তৎপরতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ থেকে ৩০ হাজার তরুণ, প্রাণোচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীর প্রিয় অঙ্গন। মূলতঃ দেশের বিভিন এলাকা থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরাই এই ক্যাম্পাসের বাসিন্দা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যখন সন্ত্রাসের কারণে বিদীর্ণ হয়, তখন হতাশায় নিমজ্জিত হয় অসংখ্য মেধাবী তরুণ ছাত্র-ছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরে অনেকটা শান্ত ছিল ক্যাম্পাস। ক্লাস চলছিলো নিয়মিত। একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু হবার পর একটি সেশন কেটেছে নির্বিঘ্নে। সেশন জট কমে যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পাবে তার হারানো ঐতিহ্য। ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। গোল্লায় যাক শিক্ষার পরিবেশ, আধিপত্য বজায় রাখতে হবে এই মানসিকতা বিস্তার করেছে সর্বত্র। ডঃ এরশাদুল বারী জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে মন্তব্য করলেন। তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি থেকে। বিক্ষুব্ধ একদল ছাত্র হামলা করেছে ডঃ বারীর অফিস কক্ষে। এই ঘটনার প্রতিবাদে পক্ষে-বিপক্ষে শুরু হল বক্তৃতা বিবৃতি। ৪ই আগষ্ট ক্যাম্পাসে ঘটলো ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনা। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ছিল। তারা সন্ত্রাস ঠেকাতে পারেনি। এবং তাদের অনেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মত ড্রেনে, কলাভবনের করিডোরে নিজেকে আড়াল করে আতংকজনক সময় কাটিয়েছেন। সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক শত রাউন্ড গুলী ফুটিয়েছে ছাত্রদল, ছাত্রলীগের কর্মীরা। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আরেফিন সিদ্দিক, ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতা ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নানসহ কয়েকজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক রতন লাল চক্রবর্তী গুলীবিদ্ধ হন। কলা অনুষদের একজন কর্মচারী বজলুর রহমান ছুরিকাহত হন। ঘটনার দিন ছাত্রদল, ছাত্রলীগ পৃথকভাবে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ছাত্রলীগের সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ আরেফিন সিদ্দিক, প্রফেসর মান্নান চৌধুরীর উপর হামলার ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে। এরশাদুল বারীর অফিস কক্ষ ভাঙ্গচুরের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি একইভাবে ছাত্রদলের সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদুল বারীর অফিস কক্ষ ভাঙ্গচুরের নিন্দা করা হলেও ডঃ আরেফিন ও আব্দুল মান্নান চৌধুরীরর উপর হামলার ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বাস্তবতায় ক্যাম্পাস এখন মতাদর্শের লড়াইয়ে দ্বিধাবিভক্ত। অভিজ্ঞজনের ধারণা ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক সংকটের জন্য শিক্ষকরা দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ডঃ এরশাদুল ববীর অফিস কক্ষে হামলার পর শিক্ষকদের একটি অংশ নিন্দা করে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। আবার ডঃ আরেফিন ও মান্নান চৌধুরীর উপর হামলার পর শিক্ষকদের অন্য পক্ষ নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন। সম্মানিত শিক্ষকদের এই প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে গেছে দুইটি ছাত্র সংগঠন। শিক্ষকরা পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন। ছাত্ররাও করছে তাই। অবস্থা এমন, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ফলে সংকট হচ্ছে ঘনীভূত। ৪ই আগষ্ট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার পর রাতে জরুরী সিন্ডিকেট সভা বসেছিল। শিক্ষক সমিতি থেকে বহিষ্কৃত ডঃ এরশাদুল বারী সভায় উপস্থিত হলে ৩ জন সিন্ডিকেট সদস্য সভা বয়কটের ঘোষণা দেন। রাতে তাদেরই একজন বিভিন্ন পত্রিকায় টেলিফোন মারফত তথ্য জানায়, ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ সিন্ডিকেট সভা মুলতবী করার কথা বলেও তার কথা রাখেননি। অথচ ভিসির সাথে যোগাযেগা করে জানা যায়, ডঃ এরশাদুল বারী সভায় যোগদান করার কারণে ৩ জন সদস্য সভা বয়কট করে। ভিসি কিছুক্ষণের জন্য সভা মুলতবী করে আলোচ্য ৩ জন সদস্যের সাথে কথা বলার পর অন্যদের মতামত জানার জন্য অন্য ঘরে চলে যান। পরে তিনি ফিরে এসে দেখেন যারা সভা বয়কট করেছেন তারা নেই।

নানা কারণে ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ আছে ক্যাম্পাসে। অথচ তাদের চোখের সামনে দিয়ে অস্ত্রধারীরা ঘুরে বেড়ায় প্রকাশ্যে। হলে হলে আধিপত্য বজায় রাখার সেই পুরানো প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আবার। রাত জেগে হল গেট পাহারা দেয় অপরিচিত মুখ। উত্তর পাড়া-দক্ষিণ পাড়ায় বিভক্ত ক্যাম্পাসে রাত নামলেই গা ছম ছম পরিবেশ। আবার বড় ভাইদের কাছে 'সাবাশ' ধ্বনি পাচ্ছে অস্ত্রধারীরা। সম্মানিত নেতা-নেত্রীদের নামে অশোভন শ্লোগানের শেষ নেই। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমরা আবার অন্ধকারে তলিয়ে যাবো। ❑ রেজানুর রহমান

**পুরানো প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আবার। রাত জেগে হল গেট পাহারা দেয় অপরিচিত মুখ। উত্তর পাড়া-দক্ষিণ পাড়ায় বিভক্ত ক্যাম্পাসে রাত নামলেই গা ছম ছম পরিবেশ। আবার বড় ভাইদের কাছে 'সাবাশ' ধ্বনি পাচ্ছে অস্ত্রধারীরা।**